এই সময় ২২/১১/২০১৬

# প্রবীণ নাগরিকদের জন্য 'ভরসা'

এই সময়: প্রবীণ নাগরিকদের দেখভালের দায়িত্ব থাকা আয়াদের জন্য এবার বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে চলেছে সমাজকল্যাণ দপ্তর। একই সঙ্গে দুঃস্থ মহিলাদেরও ওই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। পুরো প্রকল্পটির নাম দেওয়া হয়েছে 'ভরসা'। সোমবার সল্টলেকে মানবাধিকার কমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত প্রবীণ নাগরিকদের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে এক সেমিনারে অংশ গ্রহণ করে এ কথা জানান দপ্তরের মন্ত্রী শশী পাঁজা। তিনি বলেন, 'ইতিমধ্যে একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছে। ডিসেম্বর মাস থেকেই প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু হবে।' প্রথমে কলকাতা ও এর পর ধাপে-ধাপে প্রতিটি জেলায় 'ভরসা' প্রশিক্ষণটি দেওয়া হবে বলে জানান শশী। ওই অনুষ্ঠান থেকেই মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নপরাজিত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'প্রবীণদের সুবিধার্থে কলকাতা পুলিশে প্রণাম ও বিধাননগর কমিশনারেটে সাঁঝবাতি নামে সংস্থা রয়েছে। যারা প্রবীণদের জন্য ভালো কাজ করছে। জেলা শহরগুলিতেও যাতে সাঁঝবাতি বা প্রণামের মতো সংস্থা খোলা যায়, সে ব্যাপারে আমরা ডিজিকে চিঠি দিচ্ছি। রাজ্যজুড়ে ওই রকম প্রকল্প নেওয়া হলে প্রবীণরা আরও উপকৃত হবেন।'

## প্রবীণদের জন্য মানবাধিকার কমিশনের প্রস্তাব

- ব্যাঙ্ক, ডাকঘরগুলিকে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখার আর্জি
- বাস, ট্রাম, মেট্রোয় প্রবীণদের জন্য অতিরিক্ত চেয়ার সংরক্ষণ
- প্রবীণদের জন্য আইডি কার্ড
- সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার ছাড়
- অবসর গ্রহণের পরেও কর্মক্ষেত্রে সুযোগের বন্দোবস্ত
- রাজ্যে সরকারি বৃদ্ধাবাসের সংখ্যা বৃদ্ধি

বছরভর প্রবীণ নাগরিকদের জন্য কাজ করে হেল্পএজ ইন্ডিয়া। এ দিনের সেমিনারে ওই সংস্থার প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটার অনুরাধা সেন জানান, 'বৃদ্ধাশ্রমগুলিতে ভালোভাবে বেঁচে থাকার যাবতীয় রসদ থাকলেও রাস্তায় বেরোতেই ষাটোর্ধ্বদের নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যাঁরা একলা থাকেন, তাঁদের জীবনেও নানা সমস্যা। ওই সমস্ত নাগরিকের জন্য সরকারের পরিবহণ দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর ও পুলিশের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা উচিত।'

হঠাৎ করে কেন প্রবীণদের নিয়ে সেমিনার? কী ভাবেই বা কমিশন পাশে দাঁড়াবে ষাটোর্ধ্ব নাগরিকদের?

নপরাজিত বলেন, '২০০৭-এ প্রবীণদের জন্য সংসদে একটি আইন পাস হয়েছে। ওই আইনে ষাটোর্ধ্বদের অনেক সুবিধে পাওয়ার কথা। তবে ওই আইন সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকায় তাঁদের নীরবে সব সহ্য করে যেতে হচ্ছে। ওই আইন সম্পর্কে আমরা লাগাতার প্রচারমূলক কর্মসূচি নিতে চলেছি।'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সল্টলেকে ক্যাম্পাসে আয়োজিত ওই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন প্রণাম ও সাঁঝবাতির প্রায় শ'খানেক সদস্য। ওই সেমিনার থেকে তাঁদের নানান সমস্যা সম্পর্কে খোঁজ নেন মানবাধিকার কমিশনের কর্তারা। এমনকি, সমাজের বিশিষ্টক্ষেত্রের ব্যক্তিরা সেমিনার থেকেই প্রবীণদের সমস্যার সমাধানও বাতলে দেন। এর মধ্যে যেমন ছিল, নিজেদের আত্মরক্ষা, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সুরক্ষিত রাখা, তেমনই উঠে আসে একঘেয়ে জীবন থেকে মুক্তির উপায়ও। আবার ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট সুরক্ষা নিয়েও এ দিন ষাটোর্ধ্বদের নানান পরামর্শ দেওয়া হয় ওই সেমিনার থেকে।

নপরাজিত বলেন, 'প্রবীণদের সুবিধের জন্য সরকার ইতিমধ্যেই বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। আরও বেশ কয়েকটি প্রস্তাব আমরা পরিবহণ দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর ও পুলিশকে প্রবীণদের স্বার্থে শীঘ্রই দেব।

শশী পাঁজা বলেন, 'যেখানেই প্রবীণদের অনুষ্ঠানে যাই, দেখি তরুণ প্রজন্মের কেউ নেই। প্রত্যেকেরই মাথায় রাখা উচিত, আমরাও একদিন বৃদ্ধ হব। এই সহজ সত্যটা না মানতে পারলে সমস্যা মিটবে না।' দ্রুত সরকার রাজ্যে আরও বৃদ্ধাশ্রম খুলতে চলেছে, বলেও এ দিনের অনুষ্ঠান থেকে ঘোষণা করেন মন্ত্রী। ওই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাঁঝবাতির সদস্য তথা রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন ডিজি অমিয় সামন্ত সরকারের কাছে প্রস্তাব দিয়ে বলেন, 'সল্টলেকের ব্লকগুলিতে প্রবীণদের জন্য একটি ঘর তৈরি করে দেওয়া হোক। সেখানে বিনোদনের ব্যবস্থা, চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা রাখলে অনেককেই আর একাকীত্ব দূর করতে ও সুরক্ষার জন্য বৃদ্ধাশ্রমে যেতে হবে না। ওই প্রস্তাব দ্রুত সরকার বিবেচনা করে দেখবে বলে জানান শশী।

আনন্দবাজার

# বয়স্কদের দেখভালে প্রশিক্ষণ আয়াদের

নিজস্ব সংবাদদাতা: বৃদ্ধাশ্রমে থাকাকালীন মস্তিষ্কের স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছিলেন বছর পঁয়ষট্টির অণিমা দাস। পূর্ব মেদিনীপুরের বৃদ্ধাশ্রম থেকে তাঁকে তমলুক হাসপাতালে পাঠানো হয়। সুস্থ হয়ে আশ্রমে ফেরার পরে এক দিন মাথা ঘুরে পড়ে যান তিনি। হোম-কর্মীরা বুঝতেই পারেননি যে, ফের স্ট্রোক হয়েছে তাঁর। ফলে ডাক্তার ডাকা হয়নি। নিয়ে যাওয়া হয়নি হাসপাতালেও। কয়েক মাস অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকার পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে যখন হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়, চিকিৎসকেরা জানান, সময়মতো চিকিৎসা পাননি তিনি। হাসপাতালে মারা যান অণিমাদেবী।

আনন্দবাজার

মারা যান অণিমাদেবী।

মাসখানেক আগেকার এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিতে চায় রাজ্যের সমাজকল্যাণ দফতর। সেই শিক্ষাটা হল, চাই সেবার প্রশিক্ষণ। শিক্ষাপট্ট হাতের পরিষেবা ছাড়া অশক্ত বৃদ্ধবৃদ্ধাদের যত্ন হবে না।

রাজ্যে তিন ধরনের বৃদ্ধাশ্রম আছে। ১) সরকারের পরিচালনাধীন বৃদ্ধাশ্রম। এমন আশ্রম একটিই আছে, দক্ষিণ কলকাতায়। ২) সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বৃদ্ধাশ্রম। ৩) বেসরকারি বৃদ্ধাশ্রম রয়েছে বেশ কয়েকটি। সহায়সম্বলহীন বৃদ্ধবৃদ্ধারা দ্বারস্থ হন ওই সব আস্তানার। কিছু ক্ষেত্রে সন্তানেরা দেখভাল করেন না বলে অভিযোগ ওঠে। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা যায়, নিঃসন্তান বৃদ্ধবৃদ্ধাদের দেখভাল করার জন্য তাঁদের তিন কূলে কেউই নেই।

যথাসময়ে চিকিৎসার অভাবে অণিমাদেবীর মৃত্যুর পরে যে-সব প্রশ্ন বড় হয়ে উঠেছে, তার মধ্যে আছে: যাঁরা টাকা দিয়ে বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছেন, সেখানে তাঁদের ঠিকমতো দেখভাল হচ্ছে তো?

তত্ত্বাবধানে গাফিলতির অভিযোগ অজস্র। সমাজকল্যাণ দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বিভিন্ন বৃদ্ধাশ্রমে থাকা বৃদ্ধবৃদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারের কাছ থেকে এই ধরনের অভিযোগ আসছে ভূরি ভূরি। প্রায় সব অভিযোগের মূল কথা একটাই, জীবনসায়াহ্নে পৌঁছনো মানুষগুলোর ঠিকমতো দেখভাল করা হচ্ছে না। সেই জন্যই বৃদ্ধাশ্রমের আয়াদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ দফতর।

সোমবার প্রবীণ নাগরিকদের দেখভাল ও সুরক্ষা সংক্রান্ত আই নিয়ে এক আলোচনাসভায় আয়া প্রশিক্ষণের কথা জানান ওই দফতরে মন্ত্রী শশী পাঁজা। তিনি বলেন "অনেকেই নীল পাড় সাদা শাড়ি প চলে আসেন বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদে দেখভাল করতে। কিন্তু ওষুধ কখ দিতে হবে, সেই ধারণাটুকুও নে তাঁদের। বৃদ্ধবৃদ্ধাদের দেখভাল কর কাজে নিযুক্ত ওই সব পুরুষ-মহিল জন্য ডিসেম্বর থেকেই প্রশিক্ষণে ব্যবস্থা করা হচ্ছে।" প্রশিক্ষণ দেও হবে নতুন যুবক-যুবতীদেরও। যা তাঁরা বৃদ্ধবৃদ্ধাদের সেবাকাজে যে দিতে পারেন। প্রশিক্ষণের পরে বিভি বৃদ্ধাশ্রমে তাঁদের কাজের ব্যবস্থা কর সমাজকল্যাণ দফতরই। "এতে দু কাজ হবে। অনেক বেকারকে স্বাব করা যাবে। বৃদ্ধবৃদ্ধারা বৃদ্ধাশ্রমে প পরিষেবা পাবেন," বললেন মন্ত্রী।